দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 15 JUN 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

এবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ করার পরিকল্পনা

এম এইচ রবিন ●

সারা দেশে স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার সঠিক পরিসংখ্যান নেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মন্ত্রণালয়ের কাছে। তবে সম্প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছে দেশে মাদ্রাসা ও শিক্ষকের সংখ্যার বিষয়ে। প্রাথমিক স্কুলের মতো এবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ করার হিসাব কষছে সরকার।

সূত্র মতে, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর থেকেই এসব মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবি ওঠে। এখন সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয়। এজন্য সারসংক্ষেপ তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হবে। সেখান থেকে যে সিদ্ধান্ত আসবে তা কার্যকর করবে প্রাথমিক এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

এবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ করার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান আমাদের সময়কে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এসব মাদ্রাসার শিক্ষক জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে আসছেন। তাদের সমস্যা সমাধানে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়েছে। সেখানে স্বতন্ত্র এবতেদায়ি শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া কীভাবে নিরসন করা যায় তার একটি রূপরেখা করা হচ্ছে।

২৪ মে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (মাউশি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

এবতেদায়ি শিক্ষকদের তথ্যমতে, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৪-৮৫ সালে ১৮ হাজার ১৯৮টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা রেজিস্ট্রেশন পায়। ১৯৯৪ সালে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক শিক্ষকদের সঙ্গে এসব মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষকদের মাসিক ৫০০ টাকা হারে সম্মানী দেওয়া হয়। ১৯৯৪ সালের একই পরিপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া হয়। পরে ধাপে ধাপে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়। এরপর ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ করা হয়; কিন্তু ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ১৫১৯টি মাদ্রাসার শিক্ষকদের সম্মানী ৫০০ থেকে বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করা হয়। তবে বেশিরভাগ স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর থেকেই স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন করছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল জানান, মানবিক দিক থেকে শিক্ষকদের দাবিগুলোর বিষয়ে সরকার আন্তরিক। দাবির বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা সভায় আলোচনা হয়েছে। এখন আমাদের জানতে হবে, কতগুলো মাদ্রাসা আছে, কতজন শিক্ষক আছেন, জমির পরিমাণ কত এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ইত্যাদি। এজন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফ উল্যা এ বিষয়ে জানান, বোর্ডের কাছে ৩ হাজার ৫৪৩টি স্বতন্ত্র মাদ্রাসার তালিকা আছে, যার মধ্যে ১ হাজার ৫১৪টির ইনডেক্স নম্বর আছে। তালিকাভুক্ত মাদ্রাসাগুলো যাচাই-বাছাই করতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। তারা ওইসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে রিপোর্ট পাঠাবেন। এরপর একটি চূড়ান্ত তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী মোখলেছুর রহমান বলেন, দেশে স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার সংখ্যা ৬ হাজার ৯৯৮টি। শিক্ষক আছেন ৩৪ হাজার। এর মধ্যে মাত্র ছয় হাজার শিক্ষক মাসিক এক হাজার টাকা বেতন পান। এই অবস্থায় ক্লাস রুমে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের দাবি দ্রুত সমাধানের দাবি জানান তিনি।